দৈনিক সংবাদ

MAY 25 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম ...

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহস্রাধিক শিক্ষক নিয়োগ

দলীয় প্রার্থীরাই পাস বাকিরা ফেল

রাশেদ আহমেদ ॥ সারাদেশের সরকারি মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে সম্প্রতি দলীয় ভিত্তিতে এক হাজার ৯ জনকে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে তাদের নামে নিয়োগপত্র তৈরি করা হয়েছে।

সূত্র জানিয়েছে, লিখিত ও ভাইভা এ দুই পরীক্ষায় ফলাফলের ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীর নিয়োগ পাওয়ার প্রচলিত নিয়মনীতি উপেক্ষা করে অভিনব পদ্ধতিতে পরীক্ষার্থীদের যোগ্যতা যাচাই ও নিয়োগ দেয়া হয়। এর ফলে চাকরি পেয়েছে কেবল সরকারের দলীয় ও পছন্দের লোকজন। সূত্র জানায়, অভিনব নিয়মটি হচ্ছে, কোন পরীক্ষার্থী লিখিত ১০০ নম্বর পরীক্ষার মধ্যে যত নম্বরই পাক না কেন ভাইভার ফলাফলই চাকরি পাওয়ার মাপকাঠি ধরা হয়। ২০ নম্বরের ভাইভা পরীক্ষার মধ্যে অ্যাকাডেমিক রেকর্ডের জন্য নির্ধারিত ছিল ১২ নম্বর। এ ১২ নম্বর ভাগ করা হয়েছে পরীক্ষার্থীর এসএসসি থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত ৪টি পরীক্ষার রেজাল্টের মধ্যে। অর্থাৎ ৪টি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগের জন্য ৩ নম্বর, দ্বিতীয় বিভাগের জন্য ২ নম্বর এবং তৃতীয় বিভাগের জন্য ১ নম্বর করে দেয়া হয়েছে। ভাইভার ২০ নম্বরের মধ্যে বাকি ৮ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ ৮ নম্বরের মধ্যে অর্ধেক অর্থাৎ ৪ নম্বর পেলেই চাকরি পাওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

সূত্র জানিয়েছে, ভাইভা বোর্ডে সাধারণত দলীয় লোক, মন্ত্রী ও সরকারের উচ্চপর্যায়ের তদবিরের পরীক্ষার্থীরাই পাস করেছে। বাকিদের নাম গেছে ফেলের খাতায়।

মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালকের কক্ষে এই ভাইভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে পিএসসি, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ৩ মাসব্যাপী ভাইভা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে লিখিত পরীক্ষা নেয়া হয়। উল্লেখ্য, গত সরকারের আমলে সরকারি স্কুলগুলোতে শূন্য পদে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের সার্কুলার দেয়া হয়েছিল। সেই সার্কুলারের ভিত্তিতে এই শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা এ ব্যাপারে বলেন, সরকারের নীতিনির্ধারকদের নির্দেশ অনুযায়ী পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। কয়েকজন পরীক্ষার্থীও পরীক্ষায় অনিয়ম হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন।